বিপ্রতীপ

হাসান আনহার

সম্পাদনা
আলী হাসান উসামা
সম্পাদক, কালান্তর প্রকাশনী

কালান্তর প্রকাশনী

সূচি

কোরান কি অবিকৃত # ১১
কোরানের যত কন্ট্রাডিকশন # ৩৯
মানবিক গ্রন্থ কোরান # ৭১
সংশয়বাদ # ৯১

কোরান কি অবিকৃত

'কুরআনুল কারিম একটি অবিকৃত গ্রন্থ। আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনকে হেফাজত করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনকে অবতীর্ণ করার পূর্বেও অনেক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন, কিন্তু কোনো গ্রন্থকে হেফাজত করার ওয়াদা করেননি; বরং একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সব গ্রন্থই বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাওরাত এবং ইঞ্জিল শরিফের মূল কপি তো বর্তমানে একদম বিলুপ্ত। কিন্তু কুরআনুল কারিম চৌদ্দ শ বছর পূর্বে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল, আজও সেই একই আকৃতিতে আছে। তাতে কোন ধরণের বিকৃতি হয়নি।

'আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তাঁর হেফাজত করব।'[১]

---

[১] সুরা হিজর : ৯। *আল-খাইরুল কাসির* : ৮ নম্বর পৃষ্ঠা।

কোরান কি অবিকৃত[২]

শাহিনুর রহমান শাহিন

'আমাদের দেশের অনেক মানুষ, বলা যেতে পারে অধিকাংশ মানুষ কোরানভিত্তিক শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাচ্ছে। এর জন্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিতান্ত নিরীহ বাঙালি থেকে চরম নৃশংস মানুষে বদলে যেতে প্রস্তুত রয়েছে।

যাইহোক, এই চাওয়ার স্বপক্ষে প্রথমেই তারা যে কথাটি বলে থাকে, সেটা হলো অনেকটা এ রকম :

'কোরানের একটি অক্ষরও বিকৃত হয়নি। নবি মুহাম্মদের কাছে আল্লাহ অহি পাঠিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ অহিটুকু ছোট-বড়-মাঝারি কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই বর্তমান কোরান আকারে সংকলিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা কোরানের অলৌকিকতার প্রমাণ, যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।'

সম্পূর্ণ ভুল একটি কথা। কোরান মোটেও যথাযথভাবে সংকলিত হয়নি। বর্তমানের মতো অতীতেও অনেকে এর সমালোচনা করেছেন। প্রচলিত ইসলামি সূত্রগুলো পর্যালোচনা করে আমরাও সহজে মোল্লাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে পারি। এই পোস্টে আমি কোরান বিকৃতির স্বপক্ষে কিছু রেফারেন্স দিচ্ছি। আশা করছি, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পারবেন যে, কোরান এমন কোনো গ্রন্থ নয়, যার কিছু অংশ মুখস্থ না থাকলে মানুষকে জবাই করে ফেলা প্রয়োজন।'

---

[২] https://www.nastikya.com/archives/295.

এক :

বর্তমানে প্রচলিত কোরান সংকলনের কৃতিত্ব দেওয়া হয় তৃতীয় খলিফা উসমানকে। সকলেই জানেন, খলিফা উসমানকে বিদ্রোহী মুসলমানগণ হত্যা করেছিল। হত্যা করার সময় তাকে কোরান বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মৃত্যুর প্রাক্কালে তাকে এভাবে অভিযুক্ত করেছিলেন খলিফা আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর। এই মুহাম্মদ ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যিনি মিসরের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া আরও অনেকে এই ব্যাপারে খলিফা উসমানের সমালোচনা করেছেন। আমরা ধীরে ধীরে এসব জানতে পারব।' *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৭ম খণ্ড, ৩৩২-৩৩ পৃষ্ঠা।*

উত্তর :

শাহিনুর রহমান শাহিন। তিনি কুরআনুল কারিমকে বিকৃত গ্রন্থ হিসেবে সাব্যস্ত করতে লম্বাচওড়া আলোচনা করেছেন। তিনি তার কথার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসার কোশেশও করেছেন। কিন্তু আফসোসের কথা হলো, তিনি প্রমাণগুলো নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো মিথ্যাচার করেছেন। আবার ভিত্তিহীন ও অপ্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ উল্লেখ করে নিজের কথার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দেখানোরও চেষ্টা করেছেন। আমি প্রথমে তার আপত্তির জবাব দিয়ে পরে তার বর্ণিত সূত্রের প্রতি হালকা দৃষ্টিপাত করব।

তার কথা হলো, হজরত *'উসমানকে বিদ্রোহী মুসলমানগণ হত্যা করেছিল। হত্যা করার সময় তাকে কোরান বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মৃত্যুর প্রাক্কালে তাকে এভাবে অভিযুক্ত করেছিলেন খলিফা আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর।'*

একদম ভিত্তিহীন একটি কথা। নাস্তিকদের চিরাচরিত অভ্যাসানুসারে তিনি এখানে সত্যকে গোপন করে চরম মিথ্যাচার করেছেন। প্রথমত : হজরত উসমান রা.-কে যে ব্যক্তি শহিদ (হত্যা) করেছিল, তার নাম নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, তার নাম ছিল রোমান। কেউ বলেন, তার নাম ছিল সুদান ইবনে রোমান আল মুরাদি। আবার কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিল আসওয়াদ ইবনে হুমরান। তবে সে ব্যক্তি যেই হোক না কেন, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ছিলেন না। কারণ, যখন হজরত উসমান রা.-কে শহিদ করা হয়, তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর হজরত উসমানের ঘরেই উপস্থিত ছিলেন না। বরং

তিনি ছিলেন ঘরের বাইরে। শাহাদাতের ঘটনা ঘটার পূর্বে তিনি ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, এটা ঠিক। কিন্তু ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় তিনি অবস্থান করছিলেন ঘরের বাইরে। হজরত উসমান রা. শহিদ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তিনি হজরত উসমানের ঘরে প্রবেশ করেন। আর এ কথাটি স্পষ্টভাবেই *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সাথে এটাও উল্লেখ আছে যে, ঐতিহাসিক যে সূত্রে হজরত উসমান রা.-এর হত্যাকারী হিসেবে মুহাম্মাদ বিন আবু বকরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সে সূত্র নিতান্ত দুর্বল ও অপ্রমাণিত।[৩]

ইমাম নববি রহ. বলেন, 'তাঁর হত্যাকাণ্ডে সাহাবিদের মধ্য থেকে কেউ অংশগ্রহণ করেনি।'[৪] একই কথা বলেছেন ইমাম ইবনু কাসির রহ.-সহ আরও অনেক বিদগ্ধ ইমাম।[৫]

দ্বিতীয়ত : তার আরেকটি কথা হলো— *'হত্যা করার সময় তাকে (হজরত উসমান রা.কে) কোরান বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।'* এই কথাটি পড়ে যে কেউ মনে করতে পারেন, হজরত উসমান রা.-কে বিদ্রোহী সন্ত্রাসীরা কুরআন বিকৃতির দায়েই হত্যা করেছিল! কিন্তু বাস্তবতা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মূলত হজরত উসমান রা. খুব নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে কঠোরতা ছিল না। তাঁর শাসনকালের প্রথম ছয় বছর শান্তিপূর্ণভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এর পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর মনে করে এমন কিছু পদক্ষেপ নিলেন, যা সবাই মেনে নিতে পারেনি। এর ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। কিন্তু হজরত উসমান রা. নরম প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেননি। আর এই সুযোগটিকেই কাজে লাগায় ইহুদিপুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। সে মিশরের অধিবাসীদের হজরত উসমানের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৩৫ হিজরিতে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে মিশর থেকে ছদ্মবেশে ছয় শজন লোক উমরাহ আদায়ের বাহানায় মদিনায় আসে। তখন হজরত আলি রা. তাদের কাছে যান এবং তাদের অভিযোগ কী—তা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। তারা আলি রা.-এর কাছে হজরত উসমানের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি তা খণ্ডন করে দেন।

---

[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*: খণ্ড নম্বর ০৭, পৃষ্ঠা নম্বর ১৬৬-১৬৭। প্রকাশনা: দারুল আকিদাহ, ইস্কান্দারিয়া, কায়রো, মিসর।

[৪] *শরহু মুসলিম*: ১৫/১৪৮।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৭/২২১।

তাদের অভিযোগ এবং হজরত আলির খণ্ডন ছিল নিম্নরূপ :

তাদের অভিযোগ :

> 'হজরত উসমান রা. সরকারি চারণভূমি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।'

আলি রা.-এর খণ্ডন :

> 'হজরত উসমান সরকারি চারণভূমি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেননি। বরং তার সময়ে সরকারি উট চরাবার জন্য সরকারি চারণভূমির সীমানা নির্ধারণ করে তা আলাদা করে দেওয়া হয়, যাতে উটগুলো মোটাতাজা এবং হৃষ্টপুষ্ট হতে পারে। হজরত উসমান তাঁর নিজের ভেড়া-বকরি চরাবার জন্য সেই চারণভূমির সীমানা পৃথক করেননি।'

তাদের অভিযোগ :

> 'হজরত উসমান রা. কুরআন শরিফের কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছেন।'

আলি রা.-এর খণ্ডন :

> 'হজরত উসমান কুরআন শরিফের সবগুলো কপি পোড়াননি; বরং কেরাতের পদ্ধতিগত ভিন্নতাসংবলিত কয়েকটি কপি সাহাবিগণের সম্মতিক্রমে পোড়ানো হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য কপিকে পূর্বের হালেই বহাল রাখা হয়।'

এভাবে তারা হজরত উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ করে এবং হজরত আলি রা. তাদের অভিযোগগুলো খণ্ডন করলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে মিশরে ফিরে যায়। কিন্তু ইহুদিপুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার প্ররোচনায় তারা আবার ফিরে আসে এবং হজরত উসমান রা.-কে দীর্ঘদিন গৃহবন্দি করে রেখে একপর্যায়ে তাঁকে শহিদ করে দেয়।[৬]

এখানে প্রথমত একটি বিষয় কিন্তু লক্ষণীয় যে, তাদের অভিযোগে কুরআন বিকৃতির কথা ছিল না; কুরআন পোড়ানোর কথা ছিল। তথাপি হজরত আলি রা.-এর উত্তর শুনে তারা তাদের অভিযোগও প্রত্যাহার করে নেয়। তো এ ঘটনায় শাহিনুর রহমান শাহিন কুরআন বিকৃতির অভিযোগ কোথায় পেলেন?

---

[৬] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : খণ্ড নম্বর ০৭, পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৪। *তারিখে তাবারি* : খণ্ড নম্বর ৫, পৃষ্ঠা নম্বর ৯৮-৯৯। *তারিখে ইসলাম* : খণ্ড নম্বর ১, পৃষ্ঠা নম্বর ৩৯৬ থেকে ৪১৪। প্রকাশনা : ফায়সাল পাবলিকেশন্স, দেওবন্দ।

দ্বিতীয়ত : বিদ্রোহী সন্ত্রাসীরা যখন হজরত উসমান রা.-কে গৃহবন্দি করে রাখে, তখন মদিনার শীর্ষ সাহাবিগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য হজরত উসমানের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন; কিন্তু হজরত উসমান রা. তাঁদের অনুমতি দেননি এই ভেবে যে, 'তাঁর একার জন্য অনেকগুলো মানুষ যুদ্ধে মারা যাবে।' শেষ পর্যন্ত হজরত আলি রা. তাঁর দুই ছেলে হজরত হাসান এবং হুসাইন রা.-কে উসমান রা.-এর ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। সে সময়ে হজরত হাসান ও হুসাইনের সাথে অন্যান্য সাহাবিগণের সন্তানরাও যোগ দেন। যদি হজরত উসমান রা. নিজে একাই—অর্থাৎ সাহাবিগণের সম্মতি ছাড়াই—কুরআনের পদ্ধতিগত ভিন্নতাসংবলিত কপিগুলো পোড়াতেন, তাহলে হজরত আলিসহ অন্যান্য সাহাবিগণ কখনোই হজরত উসমান রা.-এর পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন না।[৭]

সূত্র পর্যালোচনা :
মূল পয়েন্টেই বলেছি যে, তিনি যা বলেছেন এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে যা উল্লেখিত, তা সম্পূর্ণ উল্টো।

দুই :

'কোরানের আয়াত-শব্দ-অক্ষর সংখ্যার কোন স্থিরতা নেই। প্রাচীন ও আধুনিক, সকল তথ্যসূত্রে এসব সংখ্যা নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছে। এমনকি বর্তমানেও প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যা নিয়ে একেকজন একেক কথা বলছেন। বিভিন্ন জনের মতামত অনুযায়ী এই সংখ্যাটি ৬০০০/ ৬২০৪/ ৬২১৪/ ৬২১৯/ ৬২২৫/ ৬২২৬/ ৬২৩৬/ ৬২১৬/ ৬২৫০/ ৬২১২/ ৬২১৮/ ৬৬৬৬/ ৬২২১/ ৬৩৪৮ ইত্যাদির মধ্যে যেকোনো একটি হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। আয়াতের পাশাপাশি অক্ষর ও শব্দের সংখ্যা নিয়েও প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। *তাফসিরে ইবনে কাসির : ১ম খণ্ড, ৫০-৫১ পৃষ্ঠা। সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ : ১ম খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা। তাফসিরে জালালাইন : ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা। কোরান হাদিস সংকলনের ইতিহাস : ৬৯ পৃষ্ঠা। উইকিপিডিয়া।'*

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৯ খণ্ড নম্বর ০৭, প্রকাশনা: দারুল আকিদাহ, ইস্কান্দারিয়া, কায়রো, মিসর।

উত্তর :

কুরআনের আয়াত সংখ্যা কেরাতশাস্ত্রের স্বতন্ত্র একটি শাখা। এই শাস্ত্র চর্চার জন্য মক্কা-মদিনা, ইরাক ও সিরিয়ায় স্বতন্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আর সেসব শিক্ষাকেন্দ্রে আয়াত সংখ্যা নিয়ে গবেষণাও হতো। যেহেতু প্রতিটা গবেষণাকেন্দ্র নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী আয়াত সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করেছে, তাই পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে সেসব শিক্ষাকেন্দ্রের গবেষণার ফলাফলেও আয়াতের সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেমন : আমরা জানি সুরা ইখলাসে রয়েছে চারটি আয়াত, যথাক্রমে :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ * اللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

এটা হলো মদিনা এবং ইরাকের গবেষণাকেন্দ্রর ফলাফল অনুযায়ী।

কিন্তু মক্কা ও সিরিয়ার গবেষণাকেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী সুরা ইখলাসে মোট পাঁচটি আয়াত, যথাক্রমে :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ * اللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

মদিনা এবং ইরাকের গবেষকগণ 'লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ'কে এক আয়াত ধরেছেন। আবার অন্যদিকে মক্কা ও সিরিয়ার গবেষকগণ 'লাম ইয়ালিদ'কে এক আয়াত এবং 'ওয়া লাম ইউলাদ'কে আরেক আয়াত হিসেবে ধরেছেন। লক্ষ করে দেখুন—আয়াত একই আছে, তবে শুধু সংখ্যা গণনায় পার্থক্য হয়ে গেছে গবেষণার পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার কারণে। স্মতর্ব্য যে, এই আয়াতসংখ্যা গণনার এসব পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে কুরআনুল কারিমের আয়াত কমেও যায়নি, আবার বাড়েওনি; বরং আয়াত আগে যেমন ছিল, তেমনই আছে। কোনো শব্দ বা অক্ষরের কম-বেশও হয়নি। আর এটা শুধু কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে নয়; বরং যেকোনো জিনিস নিয়ে যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করে, তাহলে তাদের ফলাফলে পার্থক্য থাকবেই। এক গবেষণা কেন্দ্রের ফলাফল অন্যটির হুবহু হবে না।

তাই পদ্ধতিগত পার্থক্যের জন্য যে মানুষ বলে কুরআন বিকৃত গ্রন্থ, সে চরম মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৮]

---

[৮] *আল-ইয়াহ ফিল কিরাআহ* : ১৫ নম্বর অধ্যায়। *ফুনুনুল আফনান ফি উয়ুনি উলূমিল কুরআন* : পৃষ্ঠা নম্বর ২৩৮ ও ২৪৯, প্রকাশনা: দারুল বাশাইয়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন।